بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন -২৬

পরিবেশনায় النصر AN-NASR

রজব ১৪৩৯ হিজরী

দালাল পরিবারঃ আব্দুল আজিজ-রোজফল্ট, ইবনে সালমান-কওশিনার

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

"আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তাদের বিত্তবান লোকদেরকে (ঈমান ও আনুগত্যের) হুকুম দেই, কিন্তু তারা তাতে নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের সম্পর্কে কথা চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি।" (সূরা বনী ইসরাঈল: ১৬)

সাউদ পরিবারের উপর কি ইবনে খালদুনের ধারণাই সত্যি হবে? ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দামায় একটি রাজ পরিবারের অবসান ও পতনের নীতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

"তবে সাধারণত একটি রাজবংশ তিন প্রজন্মের অধিক স্থায়ী হয় না। আর এই তিন প্রজন্মের মেয়াদ হল ১২০ বছর। সাধারণত কোন একটি রাষ্ট্র এই মেয়াদের কিছু আগ-পিছের মধ্যেই ধ্বংস হয়ে যায়। তবে যদি ভিন্ন কোন প্রাসঙ্গিক কারণ থাকে, যেমন ক্ষমতার দাবিদার কেউ নেই তবে ধ্বংস কিছুটা বিলম্বিত হয়। অর্থাৎ রাজ্যটি চূড়ান্ত বার্ধক্যে পৌঁছা সত্ত্বেও কোন নতুন দাবিদার উপস্থিত হল না বলে ধ্বংস বিলম্বিত হল। কিন্তু যদি দাবিদার আসত, তাহলে তাকে প্রতিহত করার কেউ ছিল না।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

"প্রত্যেক উম্মতের এক নির্দিষ্ট সময় আছে। তাই যখন তাদের সে সময় চলে আসে, তখন তারা তা থেকে এক মুহূর্ত পিছনেও যেতে পারে না এবং এক মুহূর্ত আগেও না।" [সুরা আরাফ-৩৪]

সাউদ পরিবারের সরকার ধারাবাহিকভাবে দালালি করে আসছে। কওশিনার ও ইবনে সালমানের উপরে রাখা ছবিটিই তার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করে দেয়। যা বলে দেয় যে, এই রাজপরিবার তাদের দাদা আব্দুল আজিজের সময় থেকে নাতি ইবনে সালমানের সময় পর্যন্ত ইংরেজদের কী পরিমাণ দালালি করেছে।

এখনো পর্যন্ত সাউদ পরিবারের নেতৃবৃন্দ আগ্রাসী ক্রুসেডারদের সামনে হীনতার ডানা বিছিয়ে দিচ্ছে। যুগের কুসংস্কারক মুহাম্মদ বিন সালমানের দিকেই তাকিয়ে দেখুন! যখন হারামাইনের দেশে যিনা, ব্যাভিচার ও নীতিহীনতার নিদর্শনগুলো মিটে গিয়েছিল, তখন সে তা পুনর্জীবিত করল। প্রকাশ্যে ঘোষণা দিল যে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভূমিকে উদারপন্থী ও উন্মুক্ত ইসলামের দিকে নিয়ে যাবে। যার দ্বারা প্রতিটি অনুসন্ধানী লোকই বুঝতে পারে যে, এটা হল আমেরিকান সংকীর্ণ পরিসরের ইসলাম যা সামাজিকভাবে, রাজনৈতিকভাবে ও অর্থনৈতিকভাবে আল্লাহর নিরঙ্কুশ দাসত্বের লাগাম থেকে মুক্ত।

এই দালালীর উত্তরাধিকারী বিন সালমান ‘যুবরাজ’ এর পদমর্যাদা লাভ করার পর থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সে ও তার পিতা অনেকগুলো পশ্চিমাকরণের প্ল্যান বাস্তবায়ন করেছে। এ কাজগুলো ইসলামের সুদৃঢ় বিশ্বাসগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পশ্চিমা বিশ্লেষক ও মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, এগুলোর লক্ষ্য হল - দেশ থেকে দ্বীন ও তাকওয়ার পোশাক খুলে ফেলা এবং তদস্থলে ধর্মনিরপেক্ষতার পোশাক জড়ানো। এছাড়া সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ধারাবাহিকভাবে উলামা ও দায়ীদেরকে গ্রেফতার করছে। এরা যে লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে সেগুলো হল-

১. হাদিস গবেষণার জন্য ‘বাদশা সালমান পরিষদ’ খোলা এদের একটি চক্রান্তের অংশ। যার উদ্দেশ্য হল - মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আসা প্রকৃত ইসলামকে পরিবর্তন করে ফেলা। কারণ বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকা উল্লেখ করেছে যে, এই পরিষদের উদ্দেশ্য হল মৌলিক হাদিসগুলোকে বিলুপ্ত করে দেওয়া।

স্বয়ং সাউদ পরিবার উল্লেখ করেছে: হাদিস পর্যালোচনা পরিষদের উদ্দেশ্য হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে মিথ্যা চিন্তাধারাগুলো নিরসন করা এবং চরমপন্থার মোকাবেলা করা। তার আরেকটি লক্ষ্য হল, ঐ সকল শরয়ী বর্ণনাগুলো বিলুপ্ত করে দেওয়া, যেগুলো ইসলামের শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক!!

প্রকৃতপক্ষে সাউদ পরিবারের ইহুদীবাদী সংগঠনের সাথে তাল মিলানোর ইঙ্গিতগুলো আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

২. আরেকটি লক্ষ্য হল, হারামাইনের দেশের খনিজ সমৃদ্ধ ভূমিগুলো শেষ করে দেওয়া, যেগুলো আসলে সমস্ত উম্মাহর সম্পদ। ইবনে সালমান তার সর্বশেষ আমেরিকা সফরে রাষ্ট্রীয় খনিজ সম্পদ থেকে সঞ্চিত সাত শত বিলিয়ন ডলার আর্থিক সাহায্য দান করে এবং পরবর্তী বছরও একই পরিমাণ দান করে, যেমনটা ট্রাম্প বলেছে। এছাড়া চাদা, ট্যাক্স ও রায়টস হোটেলের বন্দীদের অর্থ তো আছেই।

পরিশেষে এই ফল প্রকাশ পায় যে, ইসরাঈলের যুদ্ধমন্ত্রী পরিস্কারভাবে বলেছে: আমেরিকান কংগ্রেস ইহুদীবাদী আগ্রাসী রাষ্ট্র ইসরাঈলকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য ইহুদীবাদী রাষ্ট্রটিকে সাত শত পাঁচ মিলিয়ন ডলার অর্থ সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। যেমনটা আরবের আতাতুর্ক (বিন সালমান) দি আটলান্টিক পত্রিকায় দেওয়া তার সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে বলেছে। তার বক্তব্যের একটি অংশ ছিল এই: “ইসরাঈলের সাথে আমাদের অনেক স্বার্থ জড়িত আছে। আর ইসরাঈলেরও নিজ ভূমিতে শান্তিতে বসবাস করার অধিকার আছে।” অথচ সে যখন একথা বলছে, তখনও গাজায় অব্যাহতভাবে হত্যাকাণ্ড চলছে এবং প্রজন্মের সাথে খেয়ানতের ব্যবসা বহাল তবিয়তে আছে।

৩. আরেকটি লক্ষ্য হল: ইয়েমেনের যুদ্ধভূমিকে ধ্বংস করে দেওয়া। কারণ এই দালাল বংশধর ইয়েমেনে সামরিক হামলায় ইতিমধ্যেই তাদের ব্যর্থতা ও পরাজয় প্রমাণ করেছে। তাদের সংকল্পের ঝড় দেখাতে পারেনি। তবে সৌদি জনগণ থেকে নিংড়ানো অর্থের ঝড় দেখাতে পেরেছে। যুদ্ধসামগ্রীর ঝড় দেখাতে পেরেছে। আর রাফেযী ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মোকাবেলায় আমেরিকান প্রতিরক্ষা সংস্থা পেট্রিয়টের ভঙ্গুরতা প্রকাশ করতে পেরেছে।

৪. তারপর তার সর্বোচ্চ লক্ষ্য হয়ে গেছে রিয়াদকে রক্ষা করা। দক্ষিণ সীমান্ত এলাকাগুলো রক্ষার চিন্তা বাদ। আর বলির পাঠার ন্যায় হাজারো মুসলিম নারী, শিশু এবং মাটির নিচে চাপা পড়া ঘর-বাড়িগুলোর কথা তো বলাই বাহুল্য। পরিশেষে সাফাবী আগ্রাসী বাহিনীর কাছে দুর্বলতা প্রদর্শন করেছে এবং পিছু হটেছে। এভাবে সকল চক্ষুস্মানের নিকট ফলাফল স্পষ্ট হয়ে গেছে।

হে আমাদের হারামাইনের অধিবাসীগণ!

যে ব্যক্তি আমেরিকান নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় নিজ সংলাপে বলে: চরমপন্থীদের হাতে ইসলাম লুণ্ঠিত হয়েছে... যে নিজ মুখেই ক্রুসেডারদের নিরাপত্তাবাহিনীর সেবা করার কথা স্বীকার করে... যে স্বীকার করে যে, কট্টরপন্থী (তার বর্ণনানুযায়ী) ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিস্তার করা, মাদরাসা, মসজিদ ও ইসলামী সভাসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং তাতে অর্থায়ন করা- এ সব হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজম মতাদর্শের বিরুদ্ধে শীতল যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পশ্চিমা মিত্রদের আবেদনের প্রেক্ষিতে..., সে ব্যক্তি অবশ্যই তার পশ্চিমা মিত্রদের আরেকটি আবেদনের কারণে ধর্মীয় আকিদা, শিক্ষা ও নারীদের ব্যাপারেও নিজের কর্মপন্থা পরিবর্তন করতে পারে।

তাই আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে, আব্দুল আজিজের যুগ থেকে দালাল বংশধর মুহাম্মদ বিন সালমান পর্যন্ত এই রাষ্ট্রটি

ইহুদীবাদী ও ক্রুসেডার রাজনীতিবীদদের হাতে পরিচালিত হচ্ছে। আর তার উদ্দেশ্য হল, প্রথমত: পশ্চিমাদের খেদমত করা এবং তা না হলে দালাল সাউদ পরিবারের স্বার্থ রক্ষা করা। সর্বোপরি দেশের ও জনগনের সম্পদগুলোকে ক্রুসেডারদের স্বার্থে ব্যবহার করা।

তার কথার ব্যাপারে গভীর চিন্তা ও গবেষণাকারী মাত্রই বুঝতে পারবে যে, হারামাইনের দেশের অসৎ উলামারা মূলত এদেশে পশ্চিমা প্ল্যান ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এককেটি হাতিয়ার মাত্র। তাই আর কতকাল অন্ধকারে থাকবেন?!

হে হারামাইনের দেশের আলেম ও চিন্তাশীলগণ!

আপনাদের এ ব্যাপারে সতেচন হওয়া দরকার যে, সবশেষে দালাল পরিবার আপনাদেরকে কোন গর্তে নিয়ে ফেলছে? আর যেহেতু সে ইহুদী ও খৃষ্টবাদী কূটনীতির সাহায্যকারী এবং শরয়ী, রাজনৈতিক ও সামাজিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে গণ্ডমূর্খ, তাই এ ধরণের লোক থেকে এমনটা আশা করা বৃথা যে, সে হারামাইনের দেশের অনৈসলামিক আইন-কানুনগুলোর ব্যাপারে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের থেকে উপদেশ গ্রহন করবে।

হে আমাদের হারামাইনের দেশের অধিবাসীগণ!

ঐ তো দেখুন, দালালীর উত্তরসূরী ট্রাম্পের নিকট থেকে আপনাদের জন্য এমন নীতিমালা নিয়ে আসছে, যা ইসলামের অবিচল মূলনীতিসমূহের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। মহান ইমামদের আদর্শ ও বিশ্বাসগুলোর নিকৃষ্ট অপব্যাখ্যাকারী, লজ্জা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের অবশিষ্ট অংশটুকু নিশ্চিহ্নকারী এবং লাম্পট্য ও অশ্লীলতার নিদর্শনগুলো সুদৃঢ়কারী।

হারামাইনের দেশের আলেম ও তালিবুল ইলমদের নিকট আকুল আবেদন করছি, তাদেরকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করছি! আপনারা আপনাদের দায়িত্ব ও যিম্মাদারী পালনের জন্য অগ্রসর হোন। শরয়ী প্রতীকগুলোকে পরিবর্তন করা থেকে হেফাজত করা, পূত-পবিত্রতার আবরণকে অপমানিত করা থেকে হেফাজত করা, রিসালাতের নিদর্শনগুলোকে মুছে ফেলা থেকে হেফাজত করা, হারামাইনের দেশের অধিবাসীদের মাঝে যুগ যুগ ধরে ছড়িয়ে থাকা ইসলাম ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করা ফেলা থেকে হেফাজত করা, তার উজ্জল প্রমাণগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা থেকে হেফাজত করা এবং ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলা থেকে হেফাজত করার পথে আপনারা অগ্রসর হন। যেন লাম্পট্য ও ব্যাভিচারকে পবিত্রতা আর মাতলামী ও লাগামহীনতাকে প্রতিভা বলা না হয়।

হে আহলে ইলম ও তালিবুল ইলমগণ!

মানুষের মাঝে শরীয়তের শাসন প্রতিষ্ঠিত করুন, যেন শরীয়ত সকলের স্বভাবজাত হয়ে যায়। উম্মতকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনগুলোতে অভ্যস্ত করুন, যেন তারা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়।

জেনে রাখুন, আজ আমাদের উম্মত ও শরীয়তকে লক্ষ্য করে যে তীরটি ছোড়া হয়েছে, তা অত্যন্ত গভীরে পৌঁছে গেছে। তাই আপনাদের উপর আবশ্যকীয় দায়িত্ব হল ইলম, ইনসাফ ও হিকমতের দ্বারা তার মোকাবেলা করা এবং চিন্তাগত ও আকিদাগত লড়াইয়ের ময়দানে প্রত্যেকটি তীরকে তার সঠিক হক বুঝিয়ে দেওয়া। যেন ইসলামের অবিচল বিশ্বাসগুলো নষ্ট হয়ে না যায়, ঐতিহ্যগত আমলগুলো পরিবর্তন হয়ে না যায়। আর উলামাদের পদস্খলন থেকে সাবধান থাকুন, কারণ এই পদস্খলন দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়।

আল্লাহ জানেন এবং তিনি সাক্ষী যে, আমরা আল্লাহর দ্বীন ও তার শরীয়তের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল। যেকোন মুসলিম দেশে আল্লাহর আইনে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা বা তার বিধি-বিধান ও অবিচল মূলনীতিসমূহে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগার ব্যাপারে আমরা অত্যন্ত সংবেদনশীল।

আল্লাহর উপর পরিপূর্ণ আস্থা রেখে বলছি, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার পবিত্র করার পর মূর্তিপূজারীরা আর কখনোই ওহীর অবতরণকেন্দ্র ও তাওহিদের লালন কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ এটি এমন এক দ্বীন, যার রক্ষার জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধ করা হয়।

হে আল্লাহ! আপনি প্রত্যেক স্থানে আপনার দ্বীনকে এবং আপনার শরীয়তের সাহায্যকারীদেরকে হেফাজত করুন! হক ও জিহাদের ঝাণ্ডাকে উঁচু করুন! শিরককারী ও দূর্নীতিবাজদেরকে মূলোৎপাটিত করুন।

হে আল্লাহ! যে হারামাইনের দেশ বা অন্য কোন মুসলিম দেশে মুসলমানদের মাঝে অনৈতিকতা, অশ্লীলতা ও নাস্তিকতা বিস্তার করতে চায়, আপনি তাকে নিজ বিষয়ে ব্যস্ত করে দিন। তার সকল ব্যবস্থাপনা চুরমার করে দিন। আমীন! আমীন!

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।